কবিতায়জীবন, কবিতায় প্রেম

সুমিতাচক্রবর্তী

বিশ শতকের শেষ দশক আর একবিংশ শতাব্দীর প্রথমতিন বছর অতিক্রান্ত হল। বিগত পনেরো বছরের কালসীমার পরিসরটিকেযদি একসঙ্গে দেখি --- তাহলে বলব পরিবর্তন এসেছে অনেকটাই --- বিশেষত নাগরিক মধ্যবিত্ত আর নগর প্রান্তিক মফঃস্বলের মধ্যবিত্ত ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত সমাজে। আরও বেশি চোখে পড়েতণ প্রজন্মের দৃষ্টিভঙ্গী আর ম ানসিকতা বদলে গেছে অনেকটাই। তণ -তণীরা দেশ-বিদেশেরখবর রাখে বেশি;প্রত্যেকেই জীবিকা ও উপার্জন সম্পর্কে সচেতন।নিজের পায়ের তলায় একটুকরো অর্থনৈতিক জমি খুঁজে নেবার তাগিদে পরিশ্রমকরতে তারা রাজি--- যদিও অনেকেই জানেনা না--- ঠিক কীভাবে কোনপথে অগ্রসর হবে। সেই সঙ্গে প্রাত্যহিক জীবন-যাপনে ঢুকে গেছে প্রযুক্তির দ্রুতবেগ । কমপিউটার - চালিত বহুমাত্রিক জ্ঞান-সুযোগ আর বিনোদন -পন্থা ---- দুই-ই আচ্ছন্নকরছে তাদের । মেলামেশার, আর নিজেকে ছড়িয়ে দেবার সামাজিক বৃত্তটাহঠাৎই যেন বেড়ে গেছে অনেকখানি। কিন্তু এই কর্মচঞ্চল পরিমণ্ডলে বাঙালিরকবিতা লেখার প্রতি আগ্রহ আছে আগের মতোই। বাঙালি তার সক্রিয়তারঅনেইটাই ব্যয়িত করে সংস্কৃতির চর্চায় ---- কবিতা লেখা যার অন্যতম। তাই একদিকে ঝিায়ন, অন্যদিকেউপার্জনের ভাবনার মধ্যবৃত্তে দাঁ ড়িয়েও সাহিত্য- চর্চা কবিতা-গল্প-উপন্যাস - ফিচার লেখা; সাহিত্যপাঠের আসর বসানো , পত্রিকাপ্রকাশ করবার উন্ম াদনা অনুভব করা যায় সর্বত্র।

বিগত দুই দশকে বাংলা কবিতার আসরের উল্লেখযোগ্যঘটনা নারী - কবিদের সংখ্যাবৃদ্ধি। কবিদের নারী আর পুষ বলে চিহ্নিতকরার প্রয়োজন আছে কী না ----- এ প্রশ্নের উত্তরে বলি ---- কবিতার পরিমাণ বাগুণগত দিক থেকে এই প ার্থক্য -চিহ্ন নিরর্থক । কিন্তু কবিতায় যখনস্রষ্টার হৃদয়উন্মোচিত, বিচ্ছুরিত তাঁর মনন -দীপ্তি ---- তখনস্রষ্টা নারী এবংস্রষ্টা পুষের জীবন - অনুভবের ধরনে কিছুটা পার্থক্য ঘটে যায়। সেইপার্থক্যের অধিকাংশই সামাজিক অনুশাসনগত প্রভেদ - জ াত। দীর্ঘ সামাজিকঅভ্যাসে মনেরও পরিবর্তন ঘটে। নারী ও পুষ ---- উভয়েরই হাতে।প্রেমের কবিতার কেন্দ্রে থাকত ন ারী ---- কারণ কবিতার কলমটি থাকতপুষের হাতে। নারী যখন কলম হাতে নিয়েছে তখনও অনেকদিন পর্যন্ত তারকবিত ায় প্রেম-কামনার অভীষ্ট পুষের মূর্তি জীবন্ত হয়নি।বিগত দুই দশক হতে শু করেছে সে রকম।

আর একটি ক্ষেত্র কিছুটা শারীরিক। শরীরেরঅনুভবের কিছু পার্থক্য আছে বলে কবিতাতেও কিছুটা পার্থক্য হয়ে থ াকে।সেই সংবেদনাও নারীর কলমে স্ফুট হতে বাধা প্রদত্ত হয়। তবু বন্ধ দরজাখুলছে। তার দৃষ্টান্ত হাতের দুটি কবিতার বই। পৌলোমী সেনগুপ্তের'আমরা আজ মাল চোর' এবং সঙ্গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অনেকঅবগাহন'। যথাক্রমে ২০০০এবং ২০০৩ সালে প্রকাশিত।

তাঁদের কবিতার বিচারে এ তথ্যটির কোনো গুত্বনেই যে , তাঁরা নারী। কিন্তু তাঁদের কবিতায় পাঠক এ - কথাটি মনের াখবেন যে ---- এই কবিরা নারী কারণ দু-জনেই অতি সুস্পষ্ট ভাবেনিজেদের নারী বলে প্রতিষ্ঠিত করেছেন তাঁদের লেখ ায়।

পৌলোমীরকবিতা- সকরণ বহুমুখী। আজকের সমাজ নিয়ে কবিতা লিখেছেন। সেসব কবিতায়কলকাতা শহরের

ঝকঝকে আঁকশিগুলি চোখে চমক লাগিয়ে ঝলশে ওঠে।যেমন 'ওয়াই টু কে' কবিতায় 'মিলেনিয়াম বুম ছুঁয়ে দিচ্ছেসাইব ার কাফে'... 'অপেক্ষায় বসে আছে পরিচিত ওয়াই টুকে শিশু'... 'অন্ধকারে সঙ্গী মিলেনিয়ামের কিলবিতে পোকা/আরসব ঠিক থাক, বাধ্য থাককমপিউটার'...। 'মিলেনিয়াম', 'বেটিং','ত্রিকেট কোচিং সেন্টার'ইত্যাদি কবিতায় ন াগরিক উচচমধ্যবিত্তজীবনের ঝলক। অবশ্য সমস্যার গভীরে যতটা কবি ঢুকেছেন তা সুনির্দিষ্ট ভাবেউচচারিত নয়।আর , অভাব-দীর্ণগ্রাম - বাংলার চিত্র প্রান্তিক ভাবে কোথাও কোথাওকবিতাগুলিকে ছুঁয়ে গেলেও সেই ক্ষেত্রটি কবির স্বভূমি নয় ---- তাবোঝাই যায়।

মেয়েরা যখন মেয়েদের নিয়ে কবিতা লেখেন তখন সমাজেমেয়েদের অবস্থানগত অসাম্য , অসহায়তা এবং মেয়েদের প্রতি সমাজেরবাঁকা দৃষ্টির প্রসঙ্গ একটু বেশি প্রাধন্য পায় । তার সবটাইসব সময়ে ততটাই সত্য কি না --- তা নিয়ে প্রশ্ন তুলতেও পারেনকেউ কেউ।নারীকে পুষ ব্যবহার করে যেমন ---- পুষকেও ব্যবহার করেনারী ---- সুযোগ আর ইচছার সম্মিলন ঘটলে। এদিকটা একটু অনুক্তই থাকে মেয়েদেরকবিতায়। যেমন 'অবিবাহিতা' কবিতায় একটি ফ্ল্যাট বাড়িতেঅবিবাহিতা মেয়েটি কে নিয়ে ঘরে ঘরে রসালো আলোচনার চিত্র দিয়েছেনপৌলোমী---- তা কি সত্যিই ততটা প্রকট আজ? কারই বা সময় আছেঅত? আর আলোচনা পুষকে নিয়েও হয়না কি?

ভালোলাগে যেসব কবিতায় পৌলোমী কিশোরী ও তণী মেয়েদের সুস্থ ওস্বাভাবিক চাওয়া ও অনুভূতির কথা লিখেছেন। 'মহুয়ার বান্ধবী' যেমন---- সুন্দরী ও ঝলমলে মহুয়ার জন্যই যুবকেরা উৎসুক। সঙ্গিনী সাদামাটা মেয়েটির দিকে তাকায়না কেউ। মেয়েটি ভাবে --- 'কবে ওর বিয়েহবে? ফিরে আসব স্কুল থেকে একা?' তেমন কিছু হয়ত নয় কিন্তু অনুভবেরসততা আছে কবিতাটিতে। আরও গভীর লেখা' স্মৃতিচারণ' সম্বন্ধ করে বিয়ে হওয়া সাধারণ মেয়েটি ভাবে বিয়ের পনেরো বছর পরেও---- 'আজ তবে বল দেখি আমাকে কি ভালো লেগেছিলো?/ শুনে নিই কেনতুমি কথায় কথ ায় এত বকো... ''। যেমন সত্য এই অসহায় অনুভব----তেমনই সত্য---- কোনো কোনো বিবাহের পনেরো বছর অন্তে স্ত্রী-রচাহিদার চাপে বিপর্যস্ত হয়ে যাওয়া কোনো কোনো পুষের মন।তাঁদের কথা ---- নারীরা লেখেন না; পুষেরাও লেখেনন া।

আরও নানা ধরনের কবিতা লিখেছেন পৌলোমী। তাঁরকবি - মানস একলক্ষ্য নয়।বিদেশি পকথার কোনো কোনো মেয়েকে নিয়েবুনেছেন নিজস্ব ভাবনার জাল। 'রেড রাইডিং হুড' -এর মূল গল্পেনারীর সমাজ নিয়ে কোনো বক্তব্য ছিল বলে মনে পড়ছে না।'মেয়ে হয়ে থাকাপাপ ' ভাবনাটি পৌলোমী-র কবিতার নায়িকাই ভেবেছে। 'স্নোহোয়াইট', 'গে াল্ডলক্স্','সিন্ডারেলা','রাপুনজেল'---- ইত্যাদিকবিতাও ভালোই লাগবে যদি মূলগল্পটি জানা থাকে পাঠকের।'র াপুনজেল'-ই

সবচেয়ে ভালো লাগলো আমার, যেখানে প্রেমেরগাঢ়তাই কবিতার মনোধর্ম।

এরকমইকবিতা পৌলোমী সেনগুপ্তের।ভাষা স্বচ্ছন্দ। ছন্দ মোটামুটি নির্ভুল। ভাষায়আলাদা ঢেউ নেই। তবে কবির

ভাবনা ও বিবৃতিকে যথাযথ ধারণ করেছে।

সঙ্গীতাবন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতায় সমাজ বাতাবরণ ততটা প্রত্যক্ষ নয়।হৃদয়ের গভীর থেকে বাসনা আর ইচছার তরঙ্গগুলিকে তিনি উন্মোচনকরে দেন। তা নারীর হৃদয় বলেই বুঝতে পারিযথার্থই কিন্তু সেখানে সেই উপলব্ধির বৃত্তটিব্যক্তিগতই প্রধানত।

প্রেম-অভিজ্ঞতা ---- মন নিয়ে, ভাবনা নিয়ে, শরীর নিয়ে কবিকে বিচলিত ,অস্থির, বিপন্ন করেছে---- নারীর প্রেম - কথন রূপে কবিতাগুলিভাবায়। অভ্যাসবশত দু একটিঅভিব্যক্তিতে অবশ্য পুষ-বিরোধী উচচারণ শ্রুত হয়----

'দিবাস্বপ্নেদেখেছি তোমার পৌষে
মাথা রেখে শুয়ে আছি---
উআঁকড়ে ধরে আছি!
বিকেলেধমক--- এখানে কী? কী এখানে?'

হয়তো উপলব্ধির সবটাই খাঁটি। তবু পৌষ-কে যেনএক বিন্দু হলেও দায়ী করা হয়েছে। এই সব সম্পর্কের দু -পিঠই আছে।

নারী কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত , প্রতারিতপুষদের প্রেমের ভাষ্য বোধহয় আজকের নারী লেখেন না গোষ্ঠিপ্রীতি বশত; আজকের পুষ লেখেন না স্বাভিমান বশত।কিন্তু এ কবিতাটি কিছু ব্যতিত্রম । সঙ্গীতা প্রধানত ব্যক্তি প্রেমেরকবিতাই লিখেছেন। এক সঙ্গে এতগুলি নিখাদ প্রেমের কবিতা আজকাল কমইপাওয়া যায়। কবিতায় আজকাল বড় বেশি ভিড় করে আসে ঝিায়ন-ভাবনা- লাঞ্ছিত সমাজ।

সঙ্গীতার অধিকাংশ কবিতা সুপরিমিত। পাঁচ থেকে দশপংক্তির কবিতা অনেকগুলি। প্রেমের কবিতাগুলি চমৎকার স্বচ্ছত ায়জমাট হয়েছে তাঁর রচনায়। 'রাধা' নামের দুই পংক্তির পূর্ণকবিতাটি স্মরণ যোগ্য----

"তবুঅরণ্যে রোদন বলে তাকে আমি ভুল করিনি/ পথ হারিয়েই তো পেয়েছিএত নিবিড় শ্যাম" ।কবিতা এটুকুই। কিন্তু শিরোনামসহ এই দুইপংক্তিতেই প্রেম অনুভব কাব্যরূপ পেল। সঙ্গীতার কাব্যভাষার এই ব্যঞ্জনাশক্তি উল্লেখযোগ্য।

শেষ কবিতাটি---- 'গোপন অসুখেরঅধ্যায়গুলি'---- কিছু দীর্ঘ---- প্রায় এতটি স্বতন্ত্রপুস্তিকার মতোই ।কবিতাটি উল্লেখযে াগ্য এই কারণে , এখানে নারীপুষের মিলিত সম্পর্ক---- তাকে প্রেম- অপ্রেম ,শরীর -মন, দাম্পত্যও স্বাধীন ---- এই সবগুলির দিকের আয়তনের সঙ্গে জড়িয়ে নিয়ে এ-কবিতা লেখা। এই ভারকেন্দ্রটাই 'অনেকঅবগাহন' সংকতনে সঙ্গীত ার নিজস্ব চেতনার -উৎস। কাজেই এই কবিতাটিকেবলাই যায় ---- সমগ্র সংকলনটির নির্যাস। এবং এখানে সঙ্গীতা বন্দ্যে াপাধ্যায়েরউপলব্ধি ও উচচারণ সংবেদনার প্রত্যক্ষতার অভিঘাত থেকে উত্তীর্ণহয়ে চিত্তভূমির এক দার্শনিক প্রস্থানে উপনীত হয়েছে। সেই সঙ্গেলক্ষ্যনীয় যে , মানব সম্পর্ক - কে এখানে নর -. নারীর সম্পর্ককে ---- সঙ্গীতানিরালম্ব মানস স ম্পর্ক রূপেই অনুভব করেননি। মানব ও মানবীকে এখানে ঘিরে আছেপ্রকৃতি---

ময়দানেরমাঝখানে, এই, এই সেই বটবৃক্ষ
যারফাঁকফোকর দিয়ে আমাকে প্রথমবার
চুম্বিতহতে দেখে উঁকিঝুঁকি মেরেছিল
সেদিনেরতারারা।

শহরেএখানে মানুষের জীবনকে আষ্টে-পৃষ্ঠে জড়িয়ে রাখে ; আছেপ্রাত্যহিক সংসার---- যেখানে 'বেনারসি সেঁধিয়ে আছে আলমারিরগহনে', আছে অনিবার্য সংকটময় বিছানা---- যেখানে মনের প্রেম অবসন্নথাকলেও শরীরের প্রেম জাগতে পারে; কিংবা গাঢ় ভালোবাসাতেওশরীর থাকে অনিচ্ছুক। সব কিছুর মধ্যে সেই উত্তরহীন অনন্তপ্রশ্নটি আছে-

---

আমরণযে বাঁচা অন্যের অফুরান প্রেমে,
সেজীবন কি চেয়েছি আমরা,
অনেকচাওয়ার ভেতর?

এবং সবশেষে মানুষের জীবন - যাপনের পরিণামী আত্মদর্শন----

অনেকসময় আমরা নিজেরাই জানিনা
আমরাকেন কাঁদছি!

সঙ্গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাব্য ভাষাও সরল। যেটুকুজটিলতা তা অনুভবে। তাকে জটিলতা না বলে আত্মলীন গাঢ়তা বল াই ভালো। যে-পাঠক সেই মনোস্তরটিকে ছুঁতে পারবেন না ---- তাঁর কাছে একটু অ- ধরা লাগবে সঙ্গীতার কবিতা।

পৌলোমী সেনগুপ্ত আর সঙ্গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাএই সময়ের কবিদের রচনা সম্ভারের ভালো লাগার মতোই দুটি সংকলন।

আমরা আজ মাল চোর । পৌলোমী সেনগুপ্ত। আনন্দপাবলিশার্স। ৫০ টাকা।

অনেক অবগাহন। সঙ্গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সপ্তর্ষিপ্রকাশন। ৪০ টাকা।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com